তানজানিয়ার জাঞ্জিবারে ভারতের বাইরে প্রথম আইআইটি ক্যাম্পাস স্থাপন

06ই জুলাই, 2023

তানজানিয়ার জাঞ্জিবারে ভারতের বাইরে প্রথম আইআইটি ক্যাম্পাস স্থাপন করা হবে। 5ই জুলাই 2023-এ জানজিবার- তানজানিয়াতে আইআইটি মাদ্রাজের ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) শিক্ষা মন্ত্রক (এমওই), ভারত সরকার, আইআইটি মাদ্রাজ এবং শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (এমওইভিটি) জাঞ্জিবার মন্ত্রকের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল - তানজানিয়া, জাঞ্জিবারের রাষ্ট্রপতি মহামান্য ডঃ হুসেন আলী মুইনি এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ এস জয়শঙ্করের উপস্থিতিতে।

এই ক্যাম্পাসটি ভারত ও তানজানিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের প্রতিফলন এবং আফ্রিকা এবং গ্লোবাল সাউথ জুড়ে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ভারত যে মনোনিবেশ করেছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তানজানিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিনয় শ্রীকান্ত প্রধান, আইআইটি মাদ্রাজের ডিন (গ্লোবাল এনগেজমেন্ট) অধ্যাপক রঘুনাথন রেঙ্গাস্বামী এবং এমওইভিটি জানজিবারের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য সচিব খালিদ মাসুদ ওয়াজির যথাক্রমে ভারত সরকার, আইআইটি মাদ্রাজ এবং এমওইভিটি জানজিবার-তানজানিয়ার পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।
জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০ আন্তর্জাতিকীকরণের দিকে মনোনিবেশ করে এবং সুপারিশ করে যে "উচ্চ পারফরম্যান্সকারী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অন্যান্য দেশে ক্যাম্পাস স্থাপনে উত্সাহিত করা হবে"।

তানজানিয়া এবং ভারতের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে, শিক্ষাগত অংশীদারিত্বের সম্পর্কটি নথিতে স্বাক্ষর ের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিককরা হয়েছে যা ২০২৩ সালের অক্টোবরে প্রোগ্রাম চালু করার পরিকল্পনাসহ তানজানিয়ার জানজিবারে আইআইটি মাদ্রাজের প্রস্তাবিত ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য উভয় পক্ষের জন্য কাঠামো সরবরাহ করে।
এই অনন্য অংশীদারিত্ব আইআইটিএম-এর শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষাগত দক্ষতাকে আফ্রিকার একটি প্রধান গন্তব্যে নিয়ে আসবে এবং এই অঞ্চলের অপরিহার্য বর্তমান চাহিদা পূরণ করবে। একাডেমিক প্রোগ্রাম, পাঠ্যক্রম, শিক্ষার্থী নির্বাচনের দিক এবং শিক্ষাগত বিবরণ আইআইটি মাদ্রাজ দ্বারা পরিচালিত হবে, যখন মূলধন এবং অপারেটিং ব্যয় জানজিবার-তানজানিয়া সরকার দ্বারা বহন করা হবে। এই ক্যাম্পাসে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের আইআইটি মাদ্রাজের ডিগ্রি দেওয়া হবে। অত্যাধুনিক আন্তঃবিভাগীয় ডিগ্রিগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং এতে আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ভারতীয় শিক্ষার্থীরাও এই প্রোগ্রামগুলিতে আবেদন করার যোগ্য।
আইআইটি ক্যাম্পাস স্থাপনের ফলে বিশ্বব্যাপী ভারতের খ্যাতি এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি

পাবে এবং আইআইটি মাদ্রাজের আন্তর্জাতিক পদচিহ্ন প্রসারিত হবে। আন্তর্জাতিক ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষার্থী এবং অনুষদের বৈচিত্র্যের কারণে এটি আইআইটি মাদ্রাজ শিক্ষা ও গবেষণার মান আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি বিশ্বব্যাপী অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা সহযোগিতা আরও গভীর করতে কাজ করবে।

তানজানিয়ার জাঞ্জিবারে অবস্থিত আইআইটি ক্যাম্পাসকে একটি বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে, যার লক্ষ্য ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক প্রয়োজনীয়তার প্রতিক্রিয়ায় দক্ষতা বিকাশ, দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক গভীর করা এবং এই অঞ্চলে গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সমর্থন করা। এটি ভারতীয় উচ্চশিক্ষা এবং উদ্ভাবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী গুণাবলীর একটি উদাহরণ হিসাবে কাজ করবে।

নয়া দিল্লি
06ই জুলাই, 2023